দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ NOV. 01 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

আবেদন ৬ হাজার

এমপিওভুক্ত হয়েছে মাত্র ৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষামন্ত্রীর এলাকায় ২টি প্রতিমন্ত্রীর নামে ১টি

ইনকিলাব রিপোর্ট

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ঘটনা। বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন সাবেক চারদলীয় জোট সরব
প্রায় ৬ হাজার বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা থেকে অতি গোপনীয়তায় ম
৮টি প্রতিষ্ঠান এমপিও (মাছুলি পেমেন্ট অর্ডার)ভুক্ত করেছে। এর মধ্যে ২টি শিক্ষামন্ত্রীর নি
জেলা কিশোরগঞ্জে। একটি তার নিজ থানা

২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখু

এমপিওভুক্ত হয়েছে মাত্র

১২-এর পৃষ্ঠার পর

করিমগঞ্জে 'করিমগঞ্জ পিটুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। অপরটি কিশোরগঞ্জ পুলিশ লাইন হাই স্কুল। প্রতিমন্ত্রীর এলাকায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে একটি মাদ্রাসা। এটির নাম নূরপুর আ ন ম এহছানুল হক মিলন কারিগরি দাখিল মাদ্রাসা। এছাড়া আর যে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে সেগুলোও সাবেক সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের এলাকায় অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে- নেত্রকোনায় জোবায়দা রহমান মহিলা কলেজ, নোয়াখালীতে করম বকস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদীতে সরদার আসমত আলী মহিলা কলেজ, রংপুরে নয়াপুকুর মাজেদা খাতুন মহিলা মহাবিদ্যালয় ও দিনাজপুরে দিনাজপুর বধির ইনস্টিটিউট নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সাবেক জোট সরকারের শেষ কর্মদিবসে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি জারি দেখানো হলেও এ প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে গতকাল (মঙ্গলবার)।

দীর্ঘ দুই বছর ধরে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক ও প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জোট সরকারের মেয়াদ শেষে আগে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা জমা দিয়েছেন। সংসদ সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও জমা পড়ে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা। এসব তালিকা যাচাই-বাছাই করার কথাও বলা হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে। মন্ত্রী-এমপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। প্রায় ৬ লাখ বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওর জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রাজপথে আন্দোলনে নামলে সরকারের মেয়াদের ভেতরে মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে এসব শিক্ষক-কর্মচারীকে আন্দোলনের মাঠ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এমনকি এমপিওভুক্ত প্রায় সাড়ে ৫ লাখ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা শতভাগ বেতন- ভাতার দাবীতে মাসাধিককাল ধর্মঘট পালন করলে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে দলে টেনেছিলেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর পকেট সংগঠনের নেতা মোঃ সেলিম ভূইয়া। কিন্তু সব প্রতিশ্রুতি ভেঙে একটি চিঠিতে মাত্র ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার আদেশ জারি করা হয়েছে।